

আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীস
নামাযে হাত উঠানো
এবং
হাত বাঁধার বিধান

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রামায়ান ১৪৩৭ হি. = জুন ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩৬, বিষয় ক্রমিক: ১০

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কল্লবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

Namaze Hat Otano Abong Hat Bnadar Bidhan: By: Mohammad Abdul Hai Al Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 70

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

sajctg@yahoo.com

www.sajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা ০৪

নামাযে বার বার হাত ওঠানোর বিধান ০৫

সহীহ হাদীসের আলোকে রফয়ে ইয়াদাইন না
করার দলীল ০৫

রফয়ে ইয়াদাইন কত প্রকার ও কী কী!! ১৪

যেসব কারণে রফয়ে ইয়াদাইন না করা উত্তম ১৮

আহলে হাদীস মসলকের মতে রফয়ে ইয়াদাইনের
ব্যখ্যা ও পর্যালোচনা ২১

আহলে হাদীস জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কিছু নমুনা ২২

লা মাযহাবীদের দাবি-প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা ২৮

নামাযে নাভীর নীচে হাত বাঁধার বিধান ৩২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮

আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

রফয়ে ইয়াদাইন মানে দু'হাত তোলা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর মতে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে তাকবীরে তাহরীমাসহ রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নত।

নামাযের বিভিন্ন সময় রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে চার ইমামের মাঝে মতভিন্নতা থাকলেও বিষয়টি সহনীয় পর্যায়ে। কিন্তু আহলে হাদীস মসলকের লোকজন বিষয়টিকে অসহনীয় করে তুলেছেন, প্রকৃতার্থে হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমলকারী হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকে তুলকালাম করে আসছেন এবং নানা রকম অসার মন্তব্য করে চলেছেন।

হাদীসের কষ্টিপাথরে বিষয়টির সঠিক তাহকীকের (গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ) জন্যই এ লেখার অবতারণা। রফয়ে ইয়াদাইন করা না করার বিধান কী এতে তা সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর নাভীর ওপর, নিচে ও উপরে হাত বাঁধার সঠিক বিধান কী তাও পেশা করা হলো। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন

০১ জুন ২০১৬

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

নামাযে বার বার হাত ওঠানোর বিধান

সহীহ হাদীসের আলোকে রফযে ইয়াদাইন না করার দলীল

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু তাকবীরে তাহরীমায় রফযে ইয়াদাইন করা সুন্নত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলীলসমূহ হচ্ছে,

(ক) রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য কোনো ক্ষেত্রে রফযে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীস: সহীহ জামি আত-তিরমিযী-এ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ».

‘হযরত আলকামা (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায পড়ে দেখাব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধু প্রথমবারে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) হাত ওঠালেন।’^১

ইমাম আবু দীসআ আত-তিরমিযী (রহ.) বলেন, حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীস হাসান (অর্থাৎ বর্ণনাযোগ্য ও আমলযোগ্য)]।

প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাকির (রহ.) এ হাদীসটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَفَاطِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمَا قَالُوا فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بِعَلَّةٍ.

^১ আত-তিরমিযী, আল-জামি’উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪০, হাদীস: ২৫৭

‘এই হাদীসটিকে ইমাম ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী (রহ.)সহ অন্যান্য হাদীসবিশারদগণ বিশুদ্ধ বলে মতপ্রকাশ করেছেন এবং লোকেরা এর সনদ বা সূত্র সম্পর্কে যেসব দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন বস্তুত সেগুলো কোনো দোষ নয়।’^১

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস: ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ আল-হুমায়দী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত মুসনদুল হুমায়দী-এ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا يَبْنِ السَّجْدَتَيْنِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন দুই হাত দুই কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন। আর তিনি যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখন হাত উঠাতেন না।’^২

ইমামুল হাদীস বলেন, এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীস:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَفِي عَرَافَاتٍ، وَفِي جَمْعٍ، وَعِنْدَ الْحِجَارِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাত স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করা হবে: যখন নামাযে দাঁড়াবে, যখন বায়তুল্লাহ দেখবে, সাফা-মারওয়াতে আরোহণ করে, আরাফা, মুযদালিফায় অবস্থানকালে ও রময়ে জিমারের সময় (মিনাতে শয়তানকে পাথর মারার সময়)।’^৩

^১ আহমদ শাকির, আল-জামি‘উল কবীর লিত-তিরমিযী (তাহকীক), খ. ২, পৃ. ৪১, টীকা: ১

^২ আল-হুমায়দী, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ৫১৫, হাদীস: ৬২৬

^৩ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৫০

৭ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

এ হাদীসটিকে আল-মু'জামুল কবীরে মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।^১

৪. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.)-এর হাদীস: সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ».

‘হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নামায পড়ছিলাম, এ অবস্থায় রাসূল (সা.) আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন। (আমরা নামাযে হাত ওঠাতাম) তখন রাসূল (সা.) বললেন, ‘তোমাদেরকে কেন আমি নামাযে বেয়াড়া ঘোড়ার ন্যায় হাত উঠাতে দেখি? নামাযে নীরব, শান্ত থাকবে।’^২

উল্লেখ্য যে,

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) থেকেই সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত অপর একটি হাদীসে সালামের সময় হাত তুলে ইশারা করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে অসম্ভব কথার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বেয়াড়া ঘোড়ার লেজ তোলার সঙ্গে তাদের হাত তোলাকে তুলনা করা হয়েছে।^৩

এ কারণে কেউ কেউ আলোচ্য হাদীসটিকেও ‘সালামের সময় হাত তোলা’ সম্পর্কে মনে করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ দুটি হাদীসের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু এক নয়। এ দুটির সনদ বা সূত্রও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—

(ক) এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবীগণ একা একা নামায পড়ছিলেন, এ অবস্থায় রাসূল (সা.) এসে তাঁদেরকে দেখে ওই কথা বলেছিলেন।

^১ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১১, পৃ. ৩৮৫, হাদীস: ১২০৭২

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১১৯ (৪৩০)

^৩ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১২০ (৪৩১):

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَامَ تَوُمِّتُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يَسْلُمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ».

পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তারা রাসূল (সা.) এর সঙ্গে জামাআতে নামায পড়ছিলেন।

(খ) এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) সাহাবীদের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নামাযে বারবার হাত তোলার কারণে। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন হাত তোলার কারণে নয়, ডানে-বামে হাত দিয়ে ইশারা করার কারণে।^১

(গ) এ হাদীসে রাসূল (সা.) নামাযে শান্ত ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অপর হাদীসটিতে সালাম ফেরানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

২. নামায তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা শুরু হয়ে সালামের দ্বারা শেষ হয়ে থাকে। এর মাঝে যেকোনো স্থানে (চাই তা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের শুরুতে হোক বা রুকুতে যেতে বা রুকু থেকে মাথা ওঠানোর সময় হোক অথবা সাজদায় যেতে ও সাজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় হোক) রফয়ে ইয়াদাইন করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও ধীর-স্থিরতা বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাথে সাথে নামায ধীর-স্থিরতার সাথে অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইনবিহীন আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।

এ ছাড়া কুরআনে করীমেও নামায ধীর-স্থিরতার সাথে আদায়ের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন— ইরশাদ হয়েছে,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٠﴾

‘তোমরা আল্লাহর সামনে ধীর-স্থিরতার সাথে দণ্ডায়মান হও।’^২

উদ্দেশ্য মহানবী (সা.) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য যেকোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন না করা বা না করতে বলার বিষয়টি আরও অনেক সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদ-এ^৩, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদ-এ^৪, হযরত আলী (রাযি.) থেকে আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ায়া-এ^৫, হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)

^১ আয-যায়লায়ী, নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৮

^৩ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ৭৫২:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ».

^৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ৭৫৩:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا»

^৫ আদ-দারাকুতনী, আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ায়া, খ. ৪, পৃ. ১০৬, হাদীস: ৪৫৭:

৯ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

থেকে মুসনদে আহমদ (৫/৩৪৩, হাদীস: ২২৯৭২)-এ এবং হযরত আব্বাদ ইবনুয যুবায়ের (রাযি.) থেকে নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া-এ^১।

(খ) খুলাফায়ে রাশেদীন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন- বর্ণিত হয়েছে,
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর পিছনে, হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত (রাযি.)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তারা শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।’^২

শরহ মা’আনিয়াল আসার-এ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ».

‘হযরত আসিম ইবনে কুলাইব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাযি.) নামাযের প্রথম তাকবীরে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন এরপর আর রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।’^৩

নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া-এ এ বর্ণনার ব্যাপারে বলা হয়েছে, وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ (বর্ণনাটি সহীহ, বিশ্বস্ত)।^৪

আসারুস সুনান-এ বলা হয়েছে,

وَأَمَّا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ رضي الله عنهم فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

‘খুলাফায়ে আরবাবা [হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)] থেকে

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يُمَوِّدُ.

^১ আয-যায়লায়ী, নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৪০৪:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَرْفَعُ.

^২ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১১৩-১১৪, হাদীস: ২৫৩৪

^৩ আত-তাহাওয়া, শরহ মা’আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ২২৫, হাদীস: ১৩৫৩

^৪ আয-যায়লায়ী, নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৪০৬

তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য কোনো ক্ষেত্রে রফযে ইয়াদাইন প্রমাণিত নয়।^১

(গ) ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) এবং সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) রফযে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন- বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا».

‘হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠাতেন, এরপর আর হাত ওঠাতেন না।^২

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ».

‘হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-কে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফযে ইয়াদাইন করতে দেখেছি।^৩

عَنْ مَالِكٍ، أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ الْمُجَمِّرُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِي، «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلُّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ».

‘ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত, নু‘আইম ইবনুল মুজমির (রহ.) ও আবু জাফর আল-কারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রহ.) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়েছেন, তিনি প্রত্যেক উঠা নামায তাকবীর বলতেন এবং শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফযে ইয়াদাইন করতেন।^৪

(ঘ) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীনরাও রফযে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন-

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-এর শাগরিদগণ রফযে ইয়াদাইন করতেন না আর উভয়ের শাগরিদদের মধ্যে অনেক সাহাবীও ছিলেন, অনেক তাবেয়ীনও ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে,

^১ আন-নায়মুওয়ী, *আসারুস সুনান*, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৪০৭ প্রসঙ্গে

^২ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৩, হাদীস: ২৪৪৩

^৩ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৫২

^৪ মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক ইবনে আনাস*, পৃ. ৫৮, হাদীস: ১০৪

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ».

‘হযরত আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-এর শাগরিদগণ শুধু তাকবীরে তাহরীমায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।’^১

২. হযরত কায়স ইবনে আবু হাযিম (রহ.); তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর এবং তিনি আশারায়ে মুবাশশারাকে দেখেছেন তাঁরা রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন- বর্ণিত আছে,

عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: «كَانَ قَيْسٌ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا».

‘কায়স ইবনে আবী হাযেম নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।’^২

৩. হযরত ইমাম আমির ইবনে শারাহবীল আশ-শাবী (রহ.); তিনি ৫০০ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর খেদমতে দু’বছর ছিলেন, ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.); তিনি সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মুফতী ছিলেন এবং ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী (রহ.) রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: «وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ».

‘হযরত আবদুল মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি ইমাম আশ-শাবী (রহ.), ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) ও হযরত আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী (রহ.) প্রমুখকে শুধু নামাযের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছি।’^৩

৪. হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.); তাঁর কাছে সাহাবায়ে কেরাম মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন, হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ (রহ.);

^১ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৪৬

^২ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৪৯

^৩ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৫৪

তিনি হযরত আয়েশা (রহ.), হযরত আলী (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শাগরিদ ছিলেন তাঁরা রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন- বর্ণিত আছে,

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، «أَتَيْتُهَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ثُمَّ لَا يَعُودَانِ».

‘হযরত জাবির (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) ও হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) নামাযের শুরুতে হাত ওঠাতেন, এরপর আর হাত ওঠাতেন না।’^১

এছাড়া ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)ও রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।^২ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহ.)ও রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।^৩ হযরত ইসহাক ইবনে আবু ইসরাইল (রহ.)ও রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।^৪ হযরত খায়ছামা (রহ.)ও রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।^৫

(ঙ) মহানবী (সা.)-এর বর্ণিত খায়রুল্ল কুর্রনে (অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীনদের যুগে) ইসলামের প্রাণকেন্দ্রসমূহে তথা মক্কা মুকারকমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় ব্যাপকহারে এবং সামগ্রিকভাবে কুফা নগরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য কোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করা হত না।

মক্কা মুকাররমা

হযরত আব্বাদ ইবনে যুবায়ের (রহ.) মক্কার বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু ইয়াহইয়া (রহ.) মক্কায তাশরীফ এনেছিলেন, তিনি হযরত আব্বাদ (রহ.)-এর পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক ওঠা-নামায রফয়ে ইয়াদাইন করছিলেন। তখন হযরত আব্বাদ (রহ.) হযরত মুহাম্মদ (রহ.)-কে বললেন যে, নবী (সা.) শুধু নামাযের শুরুতে রফয়ে

^১ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৫৩

^২ আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪০, হাদীস: ২৫৭ প্রসঙ্গে

^৩ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৫১:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ عُنِي إِذَا كَبَّرَ».

^৪ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৫২, হাদীস: ১১৩৩

^৫ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস: ২৪৪৮:

عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَابْنِ أَبِي هَيْمٍ، قَالَ: «كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ».

১৩ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

ইয়াদাইন করতেন, এরপর নামাযের অন্য কোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করেননি।^১

অনুরূপভাবে একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাযি.) মক্কায় তাশরীফ আনলেন, হযরত মায়মুন আল-মক্কী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-কে মক্কাতে রফয়ে ইয়াদাইন করে নামায পড়তে দেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট বিস্ময় প্রকাশ করলেন।^২

উপর্যুক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, মক্কাতে রফয়ে ইয়াদাইন খায়রুল কুরানে ব্যাপকহারে ছিল না। অন্যথায় এক্ষেত্রে হযরত মায়মুন আল-মক্কী (রহ.)-এর বিস্ময়ের কোনো কারণ ছিল না এবং হযরত আব্বাদ (রহ.)-এর আপত্তিরও কোনো কারণ ছিল না।

মদীনা মুনাওয়ারা

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-কে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখে তাঁর ছেলে হযরত সালিম (রহ.) এবং কাযী মুহারিব ইবনে দিসার আপত্তি করেছিলেন।^৩

বস্তুত মদীনায় ব্যাপকহারে রফয়ে ইয়াদাইন না করার কারণেই তাঁরা এই আপত্তি করেছিলেন। এক্ষেত্রে আল্লামা আনওয়ার শাহ আল-কাশ্মীরী (রহ.)-এর উক্তি লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন,

وَقَدْ كَانَ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ تَارِكُونَ وَكَثِيرٌ مِنَ التَّارِكِينَ فِي الْمَدِينَةِ فِي عَهْدِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ بَيِّنٌ مُحْتَارُهُ.

‘সব শহরেই হাত না উঠানোর লোক ছিল এবং মদীনাতেও তাদের সংখ্যা অনেক ছিল বলেই ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) তার মতের ভিত্তি এর ওপর রেখেছেন।’^৪

কুফানগরী

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর জমানায় কুফা ছিল মুসলিম

^১ আয-যায়লায়ী, *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৪০৪

^২ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৭৩৯:

عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَصَلَّى بِهِمْ فَيُبَيِّرُ بِكَفِّهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُبَيِّرُ يَدَيْهِ، فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ إِنَّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرِ أَحَدًا يُصَلِّيُهَا فَوَصَّفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ.

^৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১০, পৃ. ৪০৫, হাদীস: ৬৩২৮

^৪ আল-কাশ্মীরী, *নায়লুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রফয়ি ইয়াদাইন*, পৃ. ৩০

সেনাছাউনি, এতে ১৫০০ সাহাবায়ে কেলাম অবস্থান করতেন। যাদের মধ্যে ৭০ জন বদরী সাহাবী ছিলেন।^১ এ কুফা নগরী সম্পর্কে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী (রহ.) বলেন,

لَا أَعْلَمُ مَضْرَأً مِنَ الْأَمْصَارِ تَرَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْخَفْضِ
وَالرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ، فَكُلُّهُمْ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ.

‘আমরা কোনো শহরবাসী সম্পর্কে জানি না যে, তারা সকলেই একমত হয়ে রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দিয়েছেন, শুধু কুফাবাসীই এমনটি করতেন।’^২

রফয়ে ইয়াদাইন কত প্রকার ও কী কী!!

হাদীসসমূহে দেখা যায়, রফয়ে ইয়াদাইন প্রত্যেক ওঠা নামায় ছিল। স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীসে এক্ষেত্রে ভিন্নভিন্ন বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো:

১. শুধু এক জায়গায় অর্থাৎ নামাযের শুরুতে। যেমনটি উল্লিখিত বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো।
২. দু’জায়গায় অর্থাৎ শুরুতে ও রুকু থেকে ওঠার পর। ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে^৩ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে^৪ উদ্ধৃত করেছেন।
৩. তিন জায়গায় অর্থাৎ নামাযের শুরুতে এবং রুকুর পূর্বে ও পরে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ অনেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।^৫

^১ আয-যায়লাযী, নসবুর রাযা লি আহাদীসিল হিদাযা, খ. ১, পৃ. ১৫-১৬

^২ (ক) আবদুল হাই লাখনবী, আত-তা’লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মদ, খ. ১, পৃ. ৩৮৪, টীকা: ৬২৩; (খ) ইবনে আবদুল বারর, আল-ইসতিযকার, খ. ১, পৃ. ৪০৮

^৩ (ক) মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াত্তা, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১৬; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ৭৪২ (শব্দ মুওয়াত্তা মালিকের):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ: إِذَا انْتَهَى الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

^৪ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৮১, হাদীস: ৮৬৬:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَفَعَ.

^৫ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯২, হাদীস: ২২ (৩৯০) (শব্দ সহীহ আল-বুখারীর):

৪. চার জায়গায় অর্থাৎ উপর্যুক্ত ৩ জায়গায় এবং দু'রাকআত শেষ করে দাঁড়ানোর সময়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন।^১ হযরত আবু হুমায়দ আস-সায়িদী (রহ.) থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ও ইমাম আবু দীসাহ আত-তিরমিযী (রহ.) ও বর্ণনা করেছেন; তিনি এটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।^২ হযরত আলী (রাযি.) থেকে ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ও ইমাম আবু দীসাহ আত-তিরমিযী (রহ.); তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।^৩ হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উল্লেখ করেছেন।^৪
৫. পাঁচ জায়গায় অর্থাৎ উক্ত ৪ জায়গা ছাড়াও সাজদায় যাওয়ার সময়। ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (রহ.) জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন^৫ গ্রন্থে এবং

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبِرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

- ^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৯; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮, হাদীস: ৭৪১ (শব্দ সহীহ আল-বুখারীর):

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

- ^২ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস: ৮৬২; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ১০৪, হাদীস: ৩০৪ (শব্দ সুনানে ইবনে মাজাহের):

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَهُوَ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رُبَيْعٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، اغْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَازِي بَيْنَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَازِي بَيْنَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَاعْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ التَّيْنَيْنِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَازِي مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ، حِينَ انْتَهَتْ الصَّلَاةُ.

- ^৩ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ৭৪৪; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস: ৮৬৪; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৮৭, হাদীস: ৩৪২৩ (শব্দ সুনানে আবু দাউদের):

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

- ^৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৭৩৮:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

- ^৫ আল-বুখারী, কুররাতুল আয়নাইন বি-রফয়িল ইয়াদাইন ফিস সালাত, পৃ. ৫৭-৫৮, হাদীস: ৭৯

- ইমাম আবুল কাসিম আত-তাবারানী (রহ.) *আল-মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে; ইমাম নুরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহ.) বলেছেন, এর সনদ সহীহ।^১ ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসায়ী (রহ.) হযরত মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রাযি.) থেকে; এর সনদও সহীহ।^২ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে।^৩ হযরত আবু ইয়ালা (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে; এর সনদও সহীহ।^৪ ইমাম দারাকুতনী (রহ.) হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.) থেকে, এর সনদও সহীহ।^৫
৬. প্রত্যেক ওঠা-নামার সময় অর্থাৎ রুকু-সাজদা, কিয়াম (দাঁড়ানো), কুয়ুদ (বসা) এবং উভয় সাজদার মাঝখানে রফয়ে ইয়াদাইন করা। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়া (রহ.) *শরহ মুশকিলিল আসার* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন; এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।^৬ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হযরত উমায়ের ইবনে হাবীব (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন; এর সনদ দুর্বল।^৭ প্রত্যেক ওঠা-

^১ (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ১, পৃ. ৯, হাদীস: ১৬; (খ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ২, পৃ. ১০২, হাদীস: ২৫৯০:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.

^২ আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান* খ. ২, পৃ. ২০৫, হাদীস: ১০৮৫:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُجَاذِيَ بَيْنَا فُرُوعَ أَذُنَيْهِ.

^৩ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৯, হাদীস: ৮৬০:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَنْتَشِبُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ».

^৪ (ক) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৯, হাদীস: ৩৭৫২; (খ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ২, পৃ. ১০১, হাদীস: ২৫৮৫:

عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

^৫ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৫৪, হাদীস: ১১৩৪:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُبَيْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَى أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ.

^৬ আত-তাহাওয়া, *শরহ মুশকিলিল আসার*, খ. ১৫, পৃ. ৪৬, হাদীস: ৫৮৩১:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خُفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَرْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

^৭ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস: ৮৬১:

নামায হাত তোলার হাদীসকে ইমাম ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী (রহ.) সহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।^১

উপর্যুক্ত সকল ক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠা—এ ওটি ক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইন ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইনের হুকুম রহিত হাওয়ার ব্যাপারে ৪ ইমাম: ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) একমত, যা ইজমায়ে উম্মতের পর্যায়ে। অবশিষ্ট ৩ ক্ষেত্রের প্রথমটিতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমায় রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে ৪ ইমাম একমত আর অবশিষ্ট দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠতে রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর মতে, এটি সুন্নত নয়, শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত। আর ইমাম ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, এটিও সুন্নত। প্রথমোক্ত মতের দলীল ইতঃপূর্বে বর্ণিত এবং উল্লেখিত হয়েছে।

উভয় মতের পক্ষেই সহীহ হাদীস রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম (রহ.) ও আল্লামা আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মিরী (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন,

وَالْقَدَرُ الْمُتَحَقِّقُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُبُوتُ رَوَايَةِ كُلِّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ عَنْهُ ﷺ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعَدْمُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ لِقِيَامِ التَّعَارُضِ.

‘এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো যে, হাত উঠানো, না উঠানো উভয় প্রকারের হাদীস হজুর (সা.) থেকে বর্ণিত আছে। সুতরাং কোনো একটিকে প্রধান্য দেওয়া প্রয়োজন।’^২

আল্লামা আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মিরী (রহ.) বলেন,

تَوَاتُرُ الْعَمَلِ بِهِمَا مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ عَلَى كِلَا النَّحْوَيْنِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَفْضَلِ الْأَمْرَيْنِ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».

^১ ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী, *আল-মুহাল্লা বিল-আসার*, খ. ২, পৃ. ২৬৪-২৬৫

^২ ইবনুল হুমাম, *ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া*, খ. ২, পৃ. ৩১২

‘হাত ওঠানো উভয়টা না ওঠানো উভয় দিকেই সাহাবা, তাবেয়ী এবং তবে তাবেয়ীনের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা চলে আসছে। মতবিরোধ শুধু এখানে যে, এ উভয় কর্মধারার মাঝে কোনোটি উত্তম।’^১

অতএব যেসব কারণে রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠতে রফয়ে ইয়াদাইন না করা উত্তম, সেসব কারণ এখানে উপস্থাপন করা হলো।:

যেসব কারণে রফয়ে ইয়াদাইন না করা উত্তম

১. রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসসমূহ কুরআনের এ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: **وَقُومُوا لِلَّهِ خِدَافًا مُّبِينًا** (তোমরা নামাযে নীরব হয়ে দাঁড়াও)।^২ এ জাতীয় আয়াতের দাবি হলো, নামাযে নড়াচড়া না করা। কাজেই হাত না ওঠানোর হাদীসগুলো কুরআনের আয়াতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।
২. তাকবীরে তাহরীমায় রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে কারও কাছে কোনো মতানৈক্য নেই। কিন্তু নামাযের অন্য সকল ক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে বহু মতানৈক্য রয়েছে। অতএব সর্বসম্মত মত গ্রহণ করাই উত্তম।
৩. নামায ক্রমান্বয়ে সরবতা থেকে নীরবতার দিকে, নড়াচড়া থেকে ধীর-স্থিরতার দিকে এসেছে। যেমন— ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে দাঁড়িয়ে হাঁটা চলা, কথাবার্তা বৈধ ছিল, পরবর্তীতে এসবের সুযোগ রাখা হয়নি। সুতরাং রফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ক বর্ণিত হাদীসসমূহের মাঝে সাংঘর্ষিকতার মুহূর্তে নিরবতা ও ধীর-স্থিরতামূলক বর্ণনা অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইন না করার বর্ণনা প্রধান্য পাবে। অন্যথায় হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)সহ অনেক সাহাবী যারা রফয়ে ইয়াদাইনের বর্ণনা করা সত্ত্বেও তা আমলে না আনার এবং রফয়ে ইয়াদাইনবিহীন নামায আদায় করার কারণ কী ছিল?
৪. কওলী (বচনগত) হাদীস ও ফি'লী (কর্মগত) হাদীসের মাঝে সাংঘর্ষিকতা দেখা দিলে বচনগত হাদীস প্রাধান্য পায়। রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে কোনো বচনগত হাদীস নেই, কর্মগত হাদীস রয়েছে আর রফয়ে ইয়াদাইন না করার পক্ষে বচনগত হাদীস রয়েছে। অতএব রফয়ে ইয়াদাইন না করাই প্রণিধানযোগ্য।

^১ আল-কাশীরী, *নায়লুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রফয়ি ইয়াদাইন*, পৃ. ৩

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৩৮

৫. রফয়ে ইয়াদাইন না করার বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ফকীহ ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর পেছনে প্রথম কাতারে নামায পড়েছেন এবং প্রায় সময়ই মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকতেন। সাথে সাথে তাঁর বয়সও বেশি ছিল। কিন্তু রফয়ে ইয়াদাইনের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) কমবয়সী ছিলেন, যার কারণে উহুদযুদ্ধে শরীক হাতে পারেননি। অতএব হাত না ওঠানোর হাদীসই অগ্রগণ্য।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু আমর আল-আওয়ায়ী (রহ.)-এর মাঝে সংঘটিত বিতর্কটি লক্ষণীয়:

وَحَكِي أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ ۖ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ؟ وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۖ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ»، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ۖ: «حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ۖ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ».

فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عَجَبًا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَحَدُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، فَرَجَّحَ حَدِيثَهُ بِعُلُوِّ إِسْنَادِهِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ، وَلَوْ لَا سَبَقُ ابْنِ عُمَرَ ۖ لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَارْجَحَ حَدِيثَهُ بِفَقْهِ رُؤَاتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِفَقْهِ الرُّوَاةِ لَا بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু আমর আল-আওয়ায়ী (রহ.)-এর মাঝে নামাযে হাত ওঠানোর ব্যাপারে এক বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে ইমাম আবু আমর আল-আওয়ায়ী (রহ.) বলেন, আমাকে ইমাম আয-যুহরী (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি

হযরত সালিম (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।’ তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আমাকে হযরত হাম্মাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হতে, তিনি হযরত আলকামা (রহ.) হতে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠাতেন।’

ইমাম আল-আওয়ায়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণিত সনদের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, আমার বর্ণিত হাদীসের সনদের সূত্র কম; মাত্র দুইজন বর্ণনাকারী ইমাম আয-যুহরী (রহ.) ও হযরত সালিম (রহ.)-এর সূত্রে হাদীসটি সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ আপনার সনদে সাহাবী পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ (রহ.) যিনি ইমাম আয-যুহরী (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ আর ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হযরত সালিম (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ আর হযরত আলকামা (রহ.) ফিকহের ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর চেয়ে কম নয়। হ্যাঁ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর তো কোনো উপমাই নেই। এটি শুনে ইমাম আওয়ায়ী (রহ.) নিরুত্তর হয়ে গেলেন।^১

৬. রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসের ওপর খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করতেন। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।
৭. কোনো হাদীসগ্রন্থে এমন একটি হাদীস নেই, যেখানে রাসূল (সা.) নামাযে হাত ওঠানোর আদেশ করেছেন। পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.)-এর হাদীসে রাসূল (সা.) হাত ওঠাতে নিষেধ করেছেন।^২ স্বভাবত নিষেধের হাদীস প্রধান্য পাবে।

^১ আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ১, পৃ. ১৪

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১১৯ (৪৩০):

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ خَيْلٍ تُشْمَسُ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ».

২১ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

৮. তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ খায়রুল কুরানের সোনালি যুগে ইসলামী প্রাণকেন্দ্রসমূহে তথা মক্কা-মদীনায়ে রফয়ে ইয়াদাইন ব্যাপকহারে করা হত না এবং কুফানগরীতে সামগ্রিকভাবেই রফয়ে ইয়াদাইন করা হত না।
৯. বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের বিরোধ নিরসনে সাহাবায়ে কেরামের আমল বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আলোচ্য মাসআলায় বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী হযরত ওমর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) প্রমুখের আমল ছিল রফয়ে ইয়াদাইন না করা। কাজেই রফয়ে ইয়াদাইন না করা উত্তম।
১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর বর্ণনার বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়, যেমনটি পূর্বে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর বর্ণনায় অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসের মাঝে কোনো বিভিন্নতা নেই। সবসূত্রে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠানোর কথা বলা হয়েছে। কাজেই হাত না ওঠানোর হাদীস প্রাধান্য পাবে।

আহলে হাদীস মসলকের মতে রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা

মুনাযিরে ইসলাম মাওলানা আমীন সফদার (রহ.) যার কাছে আহলে হাদীসগণ বারবার পরাজিত হয়েছেন, তিনি *মাজমুআয়ে রাসায়েল*-এ বলেন, এ ব্যাপারে তাদের মত হলো, যে অনুযায়ী তারা আমল করে থাকে:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্ববস্থায় প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। তারা এক্ষেত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস^১ ও হযরত আলী (রাযি.)-এর হাদীসে^২ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অথচ উভয় হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, হযরত রাসূলে আকরম (সা.) সর্বাবস্থায় প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। সাথে সাথে *সহীহ আল-বুখারী*-এ বর্ণিত হযরত আবু

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৭৩৮:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدِيهِ خَلْوَ مَتَكِبَتَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

^২ আত-তাহাওয়া, *শরহ মা' আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৫৮:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ خَلْوَ مَتَكِبَتَيْهِ».

হুয়ায়রা (রাযি.)-এর হাদীসে রফযে ইয়াদাইনের উল্লেখ নেই।^১

২. হযরত রাসূলে আকরম (সা.) দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের শুরুতে কখনো রফযে ইয়াদাইন করেননি। এক্ষেত্রে তাদের নিকট কোনো সুস্পষ্ট দলীল বা হাদীস নেই।
৩. হযরত রাসূলে আকরম (সা.) সর্বাবস্থায় রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠতে রফযে ইয়াদাইন করতেন এবং সাজদার সময় কখনো রফযে ইয়াদাইন করতেন না। তারা এক্ষেত্রে হযরত মালিক ইবনুল হুয়ায়রিস (রাযি.)-এর হাদীস^২ ও হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.)-এর হাদীস^৩ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অথচ এ দু'হাদীসে বলা হয়নি যে, হযরত রাসূলে আকরম (সা.) সর্বাবস্থায় রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠতে রফযে ইয়াদাইন করতেন এবং সাজদায় কখনো রফযে ইয়াদাইন করতেন না।

মোটকথা আহলে হাদীসরা এমন কোনো হাদীস পেশ করতে সক্ষম নয়, যাতে তাদের পরিপূর্ণ দাবি প্রমাণিত হয় আর রফযে ইয়াদাইন হযরত রাসূলে আকরম (সা.)-এর নিয়মিত আমল ছিল বা তাঁর জীবনের শেষ আমল ছিল এমন কোনো বর্ণনা কোথাও নেই। পক্ষান্তরে হাত না ওঠানো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের আমলও ছিল হাত না ওঠানো।^৪

আহলে হাদীস জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কিছু নমুনা

১. আহলে হাদীসদের আলেম হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি 'রাসূল (সা.) আমৃত্যু রফযে ইয়াদাইন করেছেন'—কথাটা প্রমাণ করার জন্য তার সালাতুর রাসূল গ্রন্থে একটি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, জাল হাদীসটি হচ্ছে,

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৬:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَعْمُونَ».

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৭:

عَنْ أَبِي فَلَاةٍ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ «إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ».

^৩ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৬-১৯৭, হাদীস: ৭৩৬

^৪ আমীন সফদর, মজমুআ রাসায়েল, পৃ. ২০২-২০৩

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযের শুরুতে, রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে ওঠতে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন আর সাজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।’^১

আল্লামা জামালউদ্দীন আয-যায়লায়ী (রহ.) হাদীসটির পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছেন। ওই সনদে দু’জন বর্ণনাকারী এমন রয়েছেন যারা জাল হাদীস তৈরি করতেন। তারা হলেন:

(ক) আবদুর রহমান ইবনে কুরাইশ ইবনে খুযাইমা আল-হারওয়ী: তার ব্যাপারে ইমাম শামসউদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল-এ বলেছেন, *اَتَمَّهُ السُّلَيْمَانِيُّ بِوَضْعِ الْ-حَدِيثِ* [হাফিয আবুল ফযল আস-সুলায়মানী (রহ.) তাকে জাল হাদীস তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন]।^২

খ) ইসমা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফাযালা আল-আনসারী: তার ব্যাপারে ইমাম শামসউদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল-এ বলেছেন,

وَقَالَ يَحْيَى: كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ بِالْبَوَاطِيلِ عَنِ الثَّقَاتِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: مَرْوُوكٌ.

‘প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহিয়া ইবনে মায়ীন তার ব্যাপারে বলেছেন, মিথ্যুক জাল হাদীস তৈরি করতেন’। মুহাদ্দিস আবু জাফর আল-ওকায়লী (রহ.) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন^৩। ইমাম

^১ (ক) আয-যায়লায়ী, *নসবুর রাযা লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০; (খ) আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, পৃ. ৪৩১; (গ) সাদিক সিয়ালকোটী, *সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম*, পৃ. ৪১৩-৪১৪

^২ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ২, পৃ. ৫৮২, ত্রমিক: ৪৯৪১

^৩ ইয়াহিয়া ইবনে মায়ীন, *সুওয়ালাতু ইবনিল জুনাইদ*, পৃ. ৪৪০, ত্র. ৬৯১

^৪ আল-উকায়লী, *আয-যু’আফাউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩৪০, ত্রমিক: ১৩৬৬

আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী (রহ.) বলেন, সে মাতরুফ অর্থাৎ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না^১।^২

২. আহলে হাদীসের ইমাম, মুফতী আবদুস সাত্তার বলেন, ‘রফযে ইয়াদাইন এমন সুন্নাতে মুআক্কাদা যা নবী মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত করেছেন।’^৩

আহলে হাদীসদের মাওলানা খালিদ গরজাখী বলেন, ‘নামাযের শুরুতে, রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠতে রফযে ইয়াদাইন সুন্নাতে মুতাওয়াতির।’^৪

মাওলানা নুর হুসাইন গরজাখী বলেন, ‘রফযে ইয়াদাইন সুন্নাতে মুআক্কাদা বরং ওয়াজিব। এমনকি এটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে।’^৫

অথচ হাদীসের দাবি অনুযায়ী, মুজতাহিদদের ভাষ্য মতে ও মুসলিমজাতির ঐক্যমতে তাকবীরে তাহরীমার সময় রফযে ইয়াদাইন মুস্তাহাব। যেমন- ইমাম শরফুদ্দীন আন-নাবাওয়ী (রহ.) বলেন,

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

‘মুসলিম জাতি তাকবীরে তাহরীমার সময় রফযে ইয়াদাইন মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে একমত।’^৬

উল্লেখ্য, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত রাসূলে আকরম (সা.) সর্বদা রফযে ইয়াদাইন করেননি। এ কারণেই খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেরীন, তবে তাবেরীন রফযে ইয়াদাইন করেননি। আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও চার ইমামের কেউ রুকুতে রফযে ইয়াদাইন সুন্নাতে মুআক্কাদা বা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেননি এবং এটা না করার কারণে নামায বাতিল হওয়ার কথা বলেননি।

যদি সব ধরনের পক্ষপাতশূন্য হয়ে অন্তরে হাত রেখে একটু

^১ আদ-দারাকুতনী, *আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ীয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৩, হাদীস: ৪০৯ প্রসঙ্গে

^২ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৩, পৃ. ৬৮, ক্রমিক: ৫৬৩১

^৩ (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, পৃ. ৪২৫; (খ) আবদুস সাত্তার, *ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়া*, খ. ৩, পৃ. ৫১

^৪ (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, পৃ. ৪২৫; (খ) খালিদ গরজাখী, *সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম*, পৃ. ১৬১

^৫ (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, পৃ. ৪২৬; (খ) নুর হুসাইন গরজাখী, *কুররাতুল আয়নাইন ফী ইসবাতি রফযিল ইয়াদাইন*, পৃ. ১১

^৬ আন-নাবাওয়ী, *আল-মিনহাজ শরহ সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ৪, পৃ. ৯৫

ভেবে দেখি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম যারা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে আকরম (সা.) শুধু তাকবীরে তাহরীমায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, নামাযের অন্য কোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না তাহলে কি রাসূল (সা.)-এর নামায বাতিল বলে গণ্য হবে? কখনো না... ।

এছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেরীয়ন, তবে তাবেরীয়ন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে যারা রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না এবং তাঁদের কোটি-কোটি ভক্ত-অনুসারীবৃন্দ যারা রফয়ে ইয়াদাইনবিহীন নামায আদায় করে আসছেন তাঁদের নামায কি বাতিল বলে গণ্য হবে? কখনো না... ।

তা ছাড়া খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.), খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.), ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.), শায়খ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)সহ লাখ-লাখ আউলিয়ায়ে কেরাম, বুয়ুর্গানে দীন যারা রফয়ে ইয়াদাইনবিহীন নামায আদায় করেছেন এবং এখনো পর্যন্ত করে আসছেন তাঁদের নামায কি বাতিল বলে গণ্য হবে? কখনো না... ।

৩. আহলে হাদীসদের ইমাম মাওলানা ইউসুফ জয়পুরী তার *হাকীকাতুল ফিকাহ* গ্রন্থে বলেন,

(ক) পূর্বে উল্লেখিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস যেখানে হযরত রাসূলে আকরম (সা.) ইত্তিকাল পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে (এটা মূলত জাল হাদীস যেমন ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে) সে হাদীস সম্পর্কে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব *আল-হিদায়ার* প্রথম খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ‘এই হাদীসের সনদ সহীহ ।’

(খ) *আল-হিদায়ার* প্রথম খণ্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ।’

(গ) *শরহুল বিকায়ার* ১০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস দুর্বল ।’^১

^১ (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, পৃ. ৪৩২-৪৩৩;

(খ) ইউসুফ জয়পুরী, *হাকীকাতুল ফিকাহ*, পৃ. ১৯৪

বস্তুত আল-হিদায়া ও শরহুল বিকায়া-এ এসব কোনো মন্তব্যের উল্লেখ নেই। আমরা দাবি করতে পারি যে, আহলে হাদীসরা কিয়ামত পর্যন্তও আল-হিদায়া ও শরহুল বিকায়া-এর কোনো নির্ভরযোগ্য আরবী মুদ্রণে এ ধরনের কোনো মন্তব্য বের করে দেখাতে পারবে না।

৪. হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি তার সালাতুর রাসূল গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে’ রফয়ে ইয়াদাইনের সহীহ হাদীস এনে মেনে নিয়েছেন যে, রফয়ে ইয়াদাইন তাঁর নিকট সুন্নত। তাই হানাফীদের উচিত এ সুন্নত মেনে নেওয়া।^{১২}

অথচ ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ হাদীস বর্ণনার পরেই নিজের মত উল্লেখ করেছেন,

قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ.

‘ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, নামাযে রফয়ে ইয়াদাইনের নিয়ম হলো, নামাযের শুরুতে একবার উভয় কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠাবে, এরপর নামাযের কোনো অংশে রফয়ে ইয়াদাইন করবে না।^{১৩}

৫. হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি সালাতুর রাসূল গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নিকট রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত।^{১৪}

^{১২} মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক ইবনে আনাস, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৯৯:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

^{১৩} (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া, পৃ. ৪৩৩; (খ) সাদিক শিয়ালকোটি, সালাতুর রাসূল সাব্বান্বাহ আলয়াহি ওয়া সাব্বাম, পৃ. ৪২১

^{১৪} মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক ইবনে আনাস, পৃ. ৫৮, হাদীস: ১০৪

^{১৫} (ক) আনওয়ারে খুরশীদ, হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া, পৃ. ৪৩৫; (খ) সাদিক শিয়ালকোটি, সালাতুর রাসূল সাব্বান্বাহ আলয়াহি ওয়া সাব্বাম, পৃ. ৪১৫

অথচ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর মত একথার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু তিনি *আল-মুদাওওয়ানা তুল কুবরা*-এ বলেছেন,

لَا أَعْرِفُ رَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لَا فِي حَفْضٍ وَلَا فِي رَفَعٍ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য কোনো তাকবীরে; না ওঠতে, না নামতে রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে আমার জানা নেই।’^১

এছাড়াও তাদের বিদ্রান্তি সৃষ্টির আরও বহু নমুনা পেশ করা যাবে। অতএব পরিশেষে আহলে হাদীস ভাইদের গুণবুদ্ধি উদয়ের আশায় সব ধরনের একগুঁয়েমি, একপেশেপনা, উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও হঠকারিতা বর্জনের আশায় তাদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন দু’জন ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী (রহ.) ও ইমাম ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখ করছি:

১. ইমাম ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী (রহ.) *আল-মুহাল্লা বিল-আসার* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীসটি^২ উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفَعٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا يَرْفَعُ، كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحًا لَا فَرْضًا، وَكَانَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَذَلِكَ، فَإِنْ رَفَعْنَا صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ نَرْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ ﷺ يُصَلِّي.

‘যখন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক ওঠা-নামায কখনো হাত তুলতেন, আবার কখনো হাত তুলতেন না। তখন এর সব ধরনই বৈধ হবে, ফরয হবে না। আমরা এর যেকোনো পদ্ধতি অনুসারেই নামায পড়তে পারি। আমরা যদি হাত তুলি তাহলে রাসূল (সা.)-এর নামাযের মতো

^১ মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুদাওওয়ানা তুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৬৫

^২ ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসী, *আল-মুহাল্লা বিল-আসার*, খ. ২, পৃ. ২৫৬:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.

আমাদের নামায পড়া হবে আর যদি না তুলি তবুও রাসূল (সা.)-এর নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে।^১

২. আল্লামা ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া (রহ.) তাঁর *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ* গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনুত পড়া হবে কিনা সে প্রসঙ্গে লিখেছেন,

وَهَذَا مِنَ الْإِخْلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُعْنَفُ فِيهِ مَنْ فَعَلَهُ وَلَا مَنْ تَرَكَهُ،
وَهَذَا كَرَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَكِهِ، وَكَالْخِلَافِ فِي أَنْوَاعِ
التَّسْهُدَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَأَنْوَاعِ النَّسْكِ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالْفِرَانِ
وَالْتَّمَتِ.

‘এটি এমন বৈধ মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত, যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এটি করলো এবং যে করলো না কাউকেই দোষরোপ ও নিন্দা করা যায় না। এটি ঠিক তেমনই যেমন নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা (অর্থাৎ এটা করা বা না করার কারণে কাউকে নিন্দা করার সুযোগ নেই), তদ্রূপ তাশাহুদ বিভিন্ন শব্দে পড়া, আযান-ইকামাতের বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করা এবং হজ্জের ৩টি নিয়ম-ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তুর বিষয়ে মতানৈক্যের মতোই।’^২

আশা করি, আহলে হাদীসদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির নমুনা অনুমান করতে পেরেছেন এবং বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য যেকোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন না করাই সর্বদিক বিবেচনায় উত্তম ও অগ্রগণ্য। আর তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্য যেকোনো স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন না করার কারণে কাউকে নিন্দা, হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই।

লা মাযহাবীদের দাবি-প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে এমন কোনো কওলী (বচন) হাদীস নেই যার মধ্যে রাসূলে আকরম (সা.) রফয়ে ইয়াদাইন করতে বলেছেন। এমনকি এর ফযীলত সম্পর্কেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি, বরং রাসূলে আকরম (সা.)-কে কিছু সাহাবায়ে

^১ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, *আল-মুহাল্লা বিল-আসার*, খ. ২, পৃ. ২৫৬

^২ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

কেরাম এটি করতে দেখেছেন। অথচ এটি একটা সর্বসম্মত উসূল যে, কওলী আর ফি'লী হাদীসের মর্যাদা এক নয়। কওলী হাদীস দ্বারা কোনো একটি জিনিষ সর্বদা করার কথা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু ফি'লী হাদীস দ্বারা সর্বদা করা বোঝা যায় না বা সর্বদা করা প্রমাণিত হয় না।

যেমন- রাসূলে আকরম (সা.) কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীদেরকে আদর করেছেন, ওয়ুর পরে স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন, নামায পড়া অবস্থায় দরজা খুলে দিয়েছেন ইত্যাদি এ ধরনের আরও অনেক কাজ রাসূলে আকরম (সা.) করেছেন, কিন্তু এর কোনোটিই সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব নয় এবং হুযুর (সা.) সারা জীবন এসব করেছেন তাঁরও কোনো প্রমাণ নেই, বরং দুয়েকবার এসব করেছেন ঠিক, কিন্তু এর দ্বারা সর্বদা করা অথবা এসব সুন্নত-মুস্তাহাব হওয়া কিছুই প্রমাণিত হয় না। সুন্নত তো সেটিই যেটি হুযুর (সা.)-এর খেদমতে সর্বদা হাজির থাকা সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন এবং নিজেরাও তার ওপর আমল করেছেন।

লা মাযহাবীদের দাবি হচ্ছে,

১. প্রথম এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো সুন্নতে মুআক্কাদা। হুযুর (সা.) সর্বদা এটা করেছেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত নয়। কেননা রাসূলে আকরম (সা.) কখনো এ দু'জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেননি।
২. দাবির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদানি সুন্নাতে মুআক্কাদা। হুযুর (সা.) সর্বদা এখানে রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। পক্ষান্তরে সাজদায় যাওয়ার সময় এবং সাজদা থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন খেলাফে সুন্নত।

এসব লা মাযহাবীদের আসল দাবি ও আমলের স্বপক্ষে তারা যে প্রমাণ পেশ করে তার কোনোটার মধ্যেই এ দাবির প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান নেই। এর স্বপক্ষে তারা যেসব হাদীস পেশ করেন তার জবাব পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল:

১. সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীস:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরম (সা.) যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর ওঠাতেন।’^১

এ হাদীসের জবাব হচ্ছে, এটি ছয় (সা.)-এর প্রথম যুগের আমল ছিল। পরবর্তীতে এটি মনসুখ বা রহিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়ের (রাযি.) একদিন মসজিদে হারামে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তিনি নামাযের মধ্যে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করছেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি এ রকম কর না। কেননা রাসূলে আকরম (সা.) (প্রথম যুগে) এটি করলেও পরে তা তরক করেছেন।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ হল, এ হাদীসের বর্ণনা কারী স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সম্পর্কে একথা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করে নিজেই তার খেলাফ আমল করবেন।

রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কিত আরও একটি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে সহীহ আল-বুখারী শরীফেই রয়েছে।^২ সে সনদে একজন রাবী আছেন উবাইদুল্লাহ। তিনি শিয়া ছিলেন।

হযরত মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রাযি.) থেকে বর্ণিত অন্য আরেকটি হাদীসের সনদে দু’জন রাবী রয়েছে খালিদ ইবনে মিহরান আল-খাযা ও আবু কিলাবা আল-বাসারী নামে।^৩ এ আবু কিলাবা ছিলেন নাসিবী মাযহাবের অনুসারী আর তার ছাত্র খালিদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।^৪

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯২, হাদীস: ২১ (৩৯০)

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৯:

حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

^৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৩৭:

عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.

^৪ আমীন সফদর, মজমুআ রাসায়েল, পৃ. ২০২-২০৫

হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস^১ যেখানে রফযে ইয়াদাইনের কথা বলা হয়েছে তার জবাব আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এসব কারণেই হানাফীগণ রফযে ইয়াদাইন সম্পর্কিত হাদীসের ওপর আমল করে না। অন্য কেউ যদি করে তাকে হানাফীরা গোমরাহ বলে না। তার নামায হয় না এমন কথাও হানাফীরা বলে না। অথচ লা মাযহাবী ভাইয়েরা এ সামান্য মাসআলা একটি বিষয় নিয়ে মসজিদে মসজিদে কি তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটিয়ে চলেছেন এবং মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে ফিতনা, ঝগড়া, মারামারি ও হানাহানীও লাগিয়ে রেখেছেন।

অথচ আহলে হাদীস আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রফযে ইয়াদাইন সম্পর্কিত মাসআলা ব্যান করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘আমাদের নিকট রফযে ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব। করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে, না করলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।’^২

মাওলানার এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রফযে ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব আমলমাত্র। না করলে নামায নষ্ট হবে না। তা সত্ত্বেও বর্তমানের লা মাযহাবীদের এটাকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বানিয়ে ফিতনা ছড়ানো এবং হানাফীদের নামায হয় না বলে প্রচার-প্রপাগণ্ডা করা কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসম্মত তার বিচারের ভার পাঠকদের হাতেই রইল।

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৬-১৯৭, হাদীস: ৭৩৬

^২ সানাউল্লাহ অমৃতসরী, *আহলে হাদীস কা মাযহাব*, পৃ. ৬৮

নামাযে নাভীর নীচে হাত বাঁধার বিধান

নামাযের মধ্যে নাভীর নীচে বা সীনার ওপর হাত বাঁধা একটি সুন্নত বা মুস্তাহাব আমল। নামায হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি নিয়ে বাক-বিতণ্ডা আর তর্কযুদ্ধেরও কোনো প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ ১২০০ বছর পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো কাদা ছোড়াছুড়িও হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে তাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী যিনি আহলে হাদীস আন্দোলনের নেতা ছিলেন তার একটি পোস্টার ভারতের শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, নাভীর নীচে হাত বেঁধে নামায আদায় করা সুন্নতের পরিপন্থী। ইতিহাস সাক্ষী তার এ পোস্টারবাজির কারণে মসজিদে-মসজিদে ঝগড়া শুরু হল। দলাদলি আর কোন্দল চরমে পৌঁছায়। ইংরেজদের পলিসি ‘লড়াও আর রাজত্ব কর’— তাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে লাগল। আল্লাহ পাকের ঘোষণা: **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ** **مِنَ الْقَتْلِ** (ফিতনা হত্যা থেকেও মারাত্মক)^১—এর কোনো পরোয়া না করে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ছড়িয়ে দিল।

১. হানাফী মাযহাবে নামাযের মধ্যে হাত বাঁধা একটি সুন্নত এবং পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধা অপর আরেকটি সুন্নত।
২. মালিকী মাযহাবে নফল নামাযে সীনার ওপর হাত বাঁধা জাযিয় (সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়) আর ফরয নামাযে হাত বাঁধা মাকরুহ। বরং উভয় হাত ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব।^২
৩. শাফিয়ী মাযহাবে হাত বাঁধা সুন্নত আর সীনার নীচে ঠিক নাভীর ওপর বাঁধা মুস্তাহাব।^৩

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১

^২ আহমদ আস-সাওরী, *বুলগাতিস সালিক লি-আকরাবিল মাসালিক*, খ. ১, পৃ. ৩২৪

^৩ আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মজমু' শরহুল মুহাযযাব*, খ. ৩, পৃ. ৩১০

৩৩ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

৪. হাম্বলী মাযহাবে নাভীর নীচেও বাঁধতে পারবে, নাভীর ওপরও বাঁধতে পারবে, তবে নাভীর নীচে বাঁধা শ্রেয়।^১

নামাযের মধ্যে হাত বাঁধা যে সুন্নত সে সম্পর্কে প্রায় ২০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি মুরসল আর বাকি সব মারফু। কিন্তু কোথায় বাঁধতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো রিওয়ায়েত পাওয়া যায় না। সীনার ওপর হাত বাঁধার কথা যে রাবি থেকে বর্ণিত, নাভীর নীচে হাত বাঁধার কথাও তাঁর থেকেই বর্ণিত। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

হানাফী মাযহাবে নাভীর নীচে হাত বাঁধাকে গ্রহণ করা হয়েছে হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আসারের কারণে। আমরা প্রথমে হানাফীদের দলীল নিয়ে আলোচনা করছি। পরে অন্যান্য দলীল নিয়ে আলোচনা করা হবে:

১. হাদীস:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ».

‘হযরত আলকামাম ইবনে ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রহ.) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলে আকরম (সা.)-কে দেখেছি তিনি নাভীর নিচে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতেন।’^২

এ হাদীসের সনদ খুবই উচ্চ ও নির্ভরযোগ্য।

২. হাদীস:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأُكْفِ، عَلَى الْأُكْفِ حَتَّى السَّرَّةِ».

‘হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নামাযের মধ্যে সুন্নত হচ্ছে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখা।’^৩

^১ ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৩৪১

^২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৯৩৯; (খ) সাইয়েদ আবদুল্লাহ, *যুজাজাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ২৫১, হাদীস: ১০৮৬

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ২২২, হাদীস: ৮৭৫; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৯৪৫; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০১, হাদীস: ৭৫৬; (ঘ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৮৪, হাদীস: ২৩৪১; (ঙ) আল-আযীমাবাদী, *আওনুল মা’বুদ শরহ সুনানি আবী দাউদ*, খ. ২, পৃ. ৩২৩

৩. হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبَوَّةِ: تَعَجُّيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ.

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ৩টি জিনিস সকল নবীদের অভ্যাস ছিল: ইফতারী তাড়াতাড়ি করা, সাহরীতে দেরি করা আর নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর নাভীর নীচে রাখা।’^১

৪. হাদীস:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَخَذُ الْأَكْفَفَ عَلَى الْأَكْفَفِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ».

‘হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নামাযের মধ্যে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখতে হবে।’^২

৫. হাদীস:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَضَعُ يَمِينُهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ».

‘হযরত ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) বলেন, নামাযের মধ্যে নাভীর নীচে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখবে।’^৩

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, নাভীর নীচে বা সীনার ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোনো সহীহ-মারফু হাদীস নেই। হানাফীদের পক্ষে ৩টি হাদীস আছে। একটি হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, দ্বিতীয়টি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে এবং তৃতীয়টি হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রহ.) থেকে। এ তৃতীয় হাদীসটির সনদ সবচেয়ে উঁচু দরজার। তবে নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন থেকে অসংখ্য হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে যার সনদ সহীহ। হানাফীরা এসব মওকুফ রিওয়ায়েতের ভিত্তিতেই নাভীর নীচে হাত বাঁধাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু লা মাহাবীর সীনার ওপর হাত বাঁধার যে প্রচলন ঘটিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো সহীহ-সরীহ হাদীস তো নেই-ই এমনকি সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাও নেই।

^১ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, *আল-মুহাল্লা বিল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৩০

^২ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০১, হাদীস: ৭৫৮

^৩ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৯৩৯

তাদের দলীল ও এর পর্যালোচনা

১. সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এমনকি সিহাহ সিত্তার মধ্যে তাদের দাবি প্রমাণ করার মতো কোনো হাদীস নেই। সহীহ ইবনে খুযায়মা-এ উল্লেখিত হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসই হচ্ছে মূল প্রমাণ। বলা হয়েছে, ‘রাসূলে আকরম (সা.) সীনার ওপর হাত বাঁধতেন’।^১

এ হাদীসের মূল ইবারত সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ওয়ায়িল (রহ.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে সীনার ওপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ নেই।^২ আলোচ্য হাদীসের সনদে মূল রাবী হচ্ছেন হযরত ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হাদীসটির বর্ণনাকারী কেউই সীনার ওপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি। শুধু একমাত্র ছাত্র মুআম্মিল ইবনে ইসমাইল আল-কুরাশী তার বর্ণনায় সীনার ওপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন। এ মুআম্মিল ইবনে ইসমাইলকে ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (রহ.) মুনকিরে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এ সনদের বাকি তজন রাবি হচ্ছেন সুফয়ান আস-সওরী (রহ.), আসিম ইবনে কুলাইব (রহ.), কুলাইব ইবনে শিহাব (রহ.)। ঘটনাক্রমে এ তজনই কুফি। যাদের সম্পর্কে লা মাযহাবীরা বলে থাকে, কুফিদের রিওয়ায়েতে কোনো নুর নেই।

আস্তুে আমীন বলার হাদীস ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তাই লা মাযহাবীরা তাকে বিশ্বস্ত বলে মনে করেন না। অপরদিকে রফয়ে ইয়াদাইন না করা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত সেখানে এ আসিম ইবনে কুলাইব ও কুলাইব ইবনে শিহাব রাবী। লা মাযহাবীরা এ দু’জনকে যয়ীফ বলে মনে করে না। আর তারাই এখানে সীনার ওপর হাত বাঁধার রাবী। তাহলে এবার পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখুন লা মাযহাবীদের আমলের নমুনা। যেসব হাদীস তাদের বিরুদ্ধে যায় সেগুলোর রাবীকে যয়ীফ (দুর্বল) বলে তারা প্রত্যাখ্যান করে আবার

^১ ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৩৪, হাদীস: ৪৭৯:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ».

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৫৪ (৪০১):

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

সেসব রাবীই যখন তাদের সমর্থিত হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় তখন তারা নিষ্পাপ হয়ে যান।

২. তাদের দাবির স্বপক্ষে দ্বিতীয় হাদীস হচ্ছে, *সুনানে আবু দাউদ* শরীফে হযরত তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত মুরসাল হাদীস। এ হাদীসের সনদে একজন রাবী রয়েছেন সুলাইমান ইবনে মুসা আল-কুরাশী।^১ তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তাই তাঁর হাদীস আর গ্রহণযোগ্য নয়।
৩. তৃতীয় হাদীস হযরত হুলাব ইয়াযীদ আত-তায়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত^২, এতে একজন রাবী রয়েছেন সিমাক ইবনে হারব। তিনি দুর্বল রাবী। তাছাড়া তাঁর উস্তাদভাই ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) ও হযরত আবুল আহওয়াস আল-হামদানী (রহ.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতে ‘সীনার ওপর’ কথাটা নেই।^৩ তাই এই তৃতীয় বর্ণনাটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ হলো লা মাযহাবীদের দলীলের বহর ও তার পর্যালোচনা। আসলে লা মাযহাবীরা হল সুন্নতের অসম্পূর্ণ আমলকারী।

হানাফীরা নামাযের মধ্যে নাভীর নীচে হাত বাঁধে খুলাফায়ে রাশিদার আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত। সমস্ত আশিয়ায়ে কেরামের সুন্নতও এটিই। কিন্তু লা মাযহাবীরা এ সুন্নতকে নিয়ে যেভাবে ব্যাপ্ত করে এবং যেসব অশ্লীল কথা-বার্তা বলে তা কোনো সভ্য মানুষের মুখে শোভা পায় না। লা মাযহাবীদের এক নেতা মাওলানা হানীফ রব্বানী তার কিতাবে লিখেছেন, ‘হানাফীদের নামায হয় না। কেননা তারা লজ্জাস্থানের ওপর হাত বাঁধে।’^৪

আরেক লা মাযহাবী সাহিত্যিক হাকীম ফয়েয আলম সিদ্দীকী তার কিতাবে লিখেন, ‘হানাফীরা নাভীর নীচে এ জন্য হাত বাঁধে যে, খলীফা

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০১, হাদীস: ৭৫৯:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ২২২, হাদীস: ৮৭৫:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَالِكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَوْفَ الْوُضُوءِ وَرَأَيْتُهُ، قَالَ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ»، وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَوْفَ الْوُضُوءِ.

^৩ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৫২:

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَالِكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَوْفَ الْوُضُوءِ وَرَأَيْتُهُ، قَالَ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ»، وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَوْفَ الْوُضُوءِ.

^৪ হানীফ রব্বানী, *কওলে হক*, পৃ. ২১

হারুনুর রশীদের নামাযের মধ্যে একবার পায়জামার রশি খুলে গেলে তিনি হাত দিয়ে সেটাকে ধরে রাখলেন। নামাযের পরে মুসল্লীরা তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বিব্রতবোধ করলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ফতওয়া দিলেন যে, নাভীর নীচে হাত বাঁধাই সঠিক।^১

বড় বড় মুনকিরীনে হাদীসরাও এভাবে হাদীস নিয়ে হাসি-তামাশা করেনি যেমনটি করেছেন আহলে হাদীসগণ। সুতরাং তাদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে জনসাধারণকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে যে, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম আমাদেরকে যেভাবে মাসায়ায়েল বলে আসছেন সেটাই ঠিক। কেউ যদি একাকী স্টাডি করে আর ইন্টারনেট ঘেঁটে মাসায়িল খুঁজে আমল করতে যায় তাহলে তার পদস্থলন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে আহলে হাদীস নামে যেসব লোকেরা এসব সামান্য বিষয় নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত তারা জনসাধারণকে ওলামায়ে কেরাম ও আকাবির মাশায়েখ ও বুয়ুর্গানে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রবৃত্তির পুজারি বানাতে চায়। এদের থেকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

শেষকথা হলো আহলে হাদীসসহ সকল মাযহাব হক ও আহলুস সুন্নত। কোনো মাযহাবপন্থি অন্য কোনো মাযহাবের সমালোচনা করে না, বিরোধিতা করে না, ফিতনা-ফাসাদ করে না, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য না দেয়, বই-পুস্তক না লেখে। এখন যারা বই লেখে মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করছে কি করে তারা হকের দাবিদার হতে পারে? কেউ বলবেন, কী তারা কারা?

^১ ফয়েয সিদ্দীকী, *ইখতিলাফে উম্মত কা আলামিয়া*, পৃ. ৭৮

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আল-আযীমাবাদী

: শরফুল হক, আবু আবদুর রহমান, মুহাম্মদ আশরফ ইবনে আমীর বিনে আলী ইবনে হাযদর আস-সিন্দীকী আল-আযীমাবাদী (০০০-১৩১০ হি. = ০০০-১৮৯২ খ্রি.) **আওনুল মা'বুদ শরহ সুনানি আবী দাউদ**, দারুল আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৩. আবদুল হাই লাখনবী

: আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-রাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪-১৩০৪ হি. = ১৮৪৮-১৮৮৭ খ্রি.), **আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মদ**, দারুল কলম, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৪. সাইয়েদ আবদুল্লাহ: আবুল

হাসানাত, সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে মুযাফ্ফর হুসাইন আল-হাযদরবাদী (১২৯২-১৩৮৪ হি. = ১৮৭৫-১৯৬৪ খ্রি.), **যুজাজাতুল মাসাবীহ**, মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৬ হি. = ২০১৫ খ্রি.)

৫. আবদুস সাত্তার

: আবু মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার দেহলবী (০০০-১৩৮৬ হি. = ০০০-১৯৬৬ খ্রি.), **ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়া**, মকতাবায়ে সউদিয়া, করাচি, পাকিস্তান

৩৯ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

৬. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১-৩০৭ হি. = ৮২৬-৯২০ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৭. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৮. আনওয়ারে খুরশীদ : মাওলানা আনওয়ারে খুরশীদ, *হাদীস আওর আহলে হাদীস: এক তাহকীক এক তাজযিয়া*, জমিয়তে আহলে সুন্নত, লাহোর, পাকিস্তান (বিংশতম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৯. আমীন সফদর : মুনাযিরে ইসলাম, তরজুমানে আহলে সুন্নত, ওয়াকীলে আহনাফ, মাওলানা, মুহাম্মদ আমীন সফদর ইবনে ওয়ালী মুহাম্মদ উকাড়বী (১৩৫২ = ১৪২১ হি. ১৯৩৪-২০০০ খ্রি.), *মজমুআ রাসায়েল*, মকতবায়ে ফারুকিয়া গোবিন্দগড়, গৌজরানওয়ালা, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১০. আহমদ আস-সাওয়ী: আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাবী (১১৭৫-১২৪১ হি. = ১৭৬১-১৮২৫ খ্রি.), *বুলগাতিস সালিক লি-আকরাবিল মাসালিক*, দারুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান

১১. আহমদ ইবনে হাসল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১২. আহমদ শাকির : শামসুল আয়িম্মা, আবুল আশবাল, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আবদুল কাদির শাকির আল-মিসরী (১৩০৯-১৩৭৭ হি. = ১৮৯২-১৯৫৭

প্রি.), আল-জামি'উল কবীর লিত-তিরমিযী (তাহকীক), মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সঙ্গ পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া

॥ই ॥

১৩. ইউসুফ জয়পুরী

: হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ জয়পুরী, হাকীকাতুল ফিকহ = আল-ইয়াফাতুল জদীদা আলা যিয়াফাতিল আহিব্বা, ইদারায়ে ইশাআতে দীন অব মুমিনপুর, মোম্বাই, ভারত

১৪. ইবনুল হুমাম

: কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে মাসউদ আস-সিওয়াসী আল-ইসকান্দরী (৭৯০-৮৬১ হি. = ১৩৮৮-১৪৫৭ খ্রি.), ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

১৫. ইবনে আবদুল বারর: আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ

ইবনে আবদুল বারর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), আল-ইসতিযকার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১৬. ইবনে আবু শায়বা

: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৭. ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব

ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১-৭৫১ হি. = ১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), যাদুল মা'আদ ফী হাদিসি খাইরিল ইবাদ, মুআস্‌সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৮. ইবনে কুদামা

: আবু মুহাম্মদ, মুওয়াফফাকুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা

আল-মাকদিসী আল-জাম্মায়ীলী আদ-দিমাশকী
আল-হাম্বলী (৫৪১-৬০১ হি. = ১১৪৭-১২২৩
খ্রি.), আল-মুগনী, মাকতাবাতুল কাহিরা,
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৮ হি. =
১৯৬৮ খ্রি.)

১৯. ইবনে খুযায়মা

: শায়খুল ইসলাম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে
ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে
সালিহ ইবনে বকর আস-সুলামী আন-
নায়সাপুরী আশ-শাফিয়ী (২২৩-৩১১ হি. =
৮৩৮-৯২৩ খ্রি.), আস-সহীহ, আল-মাকতাবুল
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৩৯০ হি. =
১৯৭০ খ্রি.)

২০. ইবনে মাজাহ

: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে
ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কায়ওয়ীনী
(২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-
সুনান, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

২১. ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী: আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবন হাযম
আল-উনদুলুসী আয-যাহিরী (৩৮৪-৪৫৬ হি.
= ৯৯৫-১০৬৩ খ্রি.), আল-মুহাল্লা বিল-
আসার, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

২২. ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন: আবু যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন ইবনে
আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে
আবদুর রহমান আল-মুররী আল-বগদাদী
(১৫৮-২৩৩ হি. = ৭৭৫-৮৪৮ খ্রি.),
সুওয়ালাতু ইবনিল জুনাইদ, মাকতাবাতুদ দার,
মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদি আরব (প্রথম
সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥উ॥

২৩. আল-উকায়লী

: আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা
ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী
(৩০০-২২৩ হি. = ৩০০-৯৩৪ খ্রি.) আয-
যু'আফউল কবীর, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,

বয়রুত, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

॥ক॥

২৪. আল-কাশ্মীরী

: মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনু মুআয্যম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২-১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩-১৯৩৪ খ্রি.), *নায়লুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রফয়ি ইয়াদাইন*, আল-মজলিসুল ইলমী, দিল্লি, ভারত (১৩৫০ হি. = ১৯৩১ খ্রি.)

॥খ॥

২৫. খালিদ গরজাখী

: মাওলানা খালিদ নুর গরজাকী, *সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম*, ইদারাতু ইয়াহইয়াউস সুন্নাহ গরজাখ, গোজরানওয়ালা, পাকিস্তান

॥ত॥

২৬. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৭. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল আওসাত*, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব (১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

২৮. আত-তাহাওয়া

: আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামা আল-আযদী আত-তাহাওয়া (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), *শরহ মা'আনিয়াল আসার*,

২৯. আত-তাহাওয়া

আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

: আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামা আল-আযদী আত-তাহাওয়া (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), *শরহ মুশকিলিল আসার*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৩০. আত-তিরমিযী

: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যাড সন্স পাবলিশিং অ্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ ॥

৩১. আদ-দারাকুতনী

: শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ায়া*, (প্রথম-একাদশ খণ্ড)দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.) ও (দ্বাদশ-পঞ্চবিংশ খণ্ড) দারু ইবনুল জাওয়া, দাম্মাম, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৩২. আদ-দারাকুতনী

: শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আস-সুনান*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

॥ন ॥

৩৩. আন-নাওয়াবী

: আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *আল-মজমু' শরহুল মুহাযযাব*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

৩৪. আন-নাওয়াওয়া

: আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.)

৩৫. আন-নাসায়ী

: আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা*, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৩৬. আন-নায়মুরী

: মুহাম্মদ ইবনে আলী আন-নায়মুরী (১০০০-১৩২২ হি. = ১০০০-১৯০৪ খ্রি.), *আসারুস সুনান*, মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩২ হি. = ২০১১ খ্রি.)

৩৭. নুর হুসাইন গরজাখী: মাওলানা আবু খালিদ, নুর হুসাইন গরজাখী, *কুর্রাতুল আয়নাহীন ফী ইসবাতি রফয়িল ইয়াদাইন*, ইদারায়ে ইয়াহইয়াউস সুন্নাহ গরজাখ, গোজরানওয়ালা, পাকিস্তান

॥ফ ॥

৩৮. ফয়েয সিদ্দীকী

: মাওলানা, হাকীম, ফয়েযে আলম সিদ্দীকী রাজরওয়ী (০০০-১৪০৩ হি. = ০০০-১৯৮৩ খ্রি.), *ইখতিলাফে উম্মাত কা আলামিয়া*, আবদুত তাওওয়াব অ্যাকাডেমি আন্দরুন বোহর গেইট, মুলতান, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)

॥ব ॥

৩৯. আল-বায়হাকী

: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৪০. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি* = *আস-সহীহ*, দারুল তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৪১. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *কুররাতুল আয়নাহীন বি-রফয়িল ইয়াদাইন ফিস সালাত*, দারুল আরকাম, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥ম ॥

৪২. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী

আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৪৩. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪৪. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম* = *আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী: ইমাম, হাফিয, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৩১-১৮৯ হি. = ৭৪৮-৮০৪ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক ইবনে আনাস*, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥য ॥

৪৬. আয-যায়লায়ী : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আয-যায়লায়ী (১০০-৭৬২ হি. = ১০০-১৩৬০ খ্রি.), *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, দারুল রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৪৭. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে

৪৭ নামাযে হাত উঠানো এবং হাত বাঁধার বিধান

কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-
দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭
খ্রি.), মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল,
দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

॥স॥

৪৮. আস-সারাখসী

: শামসুল আয়িম্মা, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ
ইবনে আবু সাহল আস-সারাখসী (০০০-৪৮৩
হি. = ০০০-১০৯০ খ্রি.), আল-মাবসূত,
দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৪৯. সানাউল্লাহ অমৃতসরী

: মুনাযিরে ইসলাম, শায়খুল ইসলাম, মাওলানা,
আবুল ওয়াফা, সানাউল্লাহ ইবনে খাযির
অমৃতসরী (১২৮৫-১৩৬৭ হি. =
১৮৬৮-১৯৪৮ খ্রি.), দারুল কুতুব আস-
সালাফিয়া, লাহোর, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ:
১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৫০. সাদিক সিয়ালকোটী

: মাওলানা, হাকীম, মুহাম্মদ সাদিক
সিয়ালকোটী (১৩২৮-১৪০৭ হি. =
১৯১১-১৯৮৬ খ্রি.), সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলায়হি ওয়া সাল্লাম (আল-কওলুল মকবুল শরহ
ও তা'লীকে সালাতুর রাসূলসহ), আবদুস সালাম
আবদুর রউফ, শারজা, সংযুক্ত আরব-আমিরাত
(চতুর্থ সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥হ॥

৫১. আল-হুমায়দী

: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইবনে
ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুরাশী আল-আসদী
আল-হুমায়দী আল-মক্কী (০০০-২১৯ হি. =
০০০-৮৩৪ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারুস সাকা,
দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. =
১৯৯৬ খ্রি.)

৫২. আল-হায়সামী

: আবুল হাসান, নূরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. = ১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)